IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH
HIGH COURT DIVISION
(CRIMINAL APPELLATE JURISDICTION)

Present
Mr. Justice Md. Iqbal Kabir
And
Mr. Justice Md. Riaz Uddin Khan

Criminal Appeal No. 6097 of 2023

In the matter of:
A petition of appeal under section 28 of the Nari-O-Shishu Nirjatan Daman Ain, 2000
-And-
In the matter of:
Md. Lalon Meah
...Accused- Appellant
Versus
The State
...Respondent
Ms. Tahrima Salma Lina, Advocate
...For the Accused-Appellant
Mr. Farid Uddin Khan, DAG with
Mr. Md. Anichur Rahman Khan, DAG
...For the State

Judgment on: 31.10.2024

Md. Riaz Uddin Khan, J:

This Criminal Appeal is directed against the order of rejection of bail dated 30.04.2023 passed by the Nari-O-Shishu Nirjatan Daman Tribunal, Kishoreganj in Nari-O-Shishu Nirjatan Case No. 308 of 2019 arising out of G.R No. 475(2)2019 corresponding to Bajitpur Police Station Case No. 10 dated 07.05.2019 under section 9(3) of Nari-O-Shishu Nirjatan Daman Ain, 2000, now pending in the Court of Nari-O-Shishu Nirjatan Daman Tribunal No.2, Kishoreganj.

Succinct facts for disposal of this appeal is that one Md. Gias Uddin lodged an ejaher against 4 (four) along with other unknown accused stating inter-alia that the informant's youngest daughter Shahinur Akther Tania (24), a nurse at Ibn Sina hospital located at Kalyanpur, Dhaka was going her village home boarding on a Sarnalata Bus from Airport at about 3.00 PM on 06.05.2019 who informed the informant on mobile phone that she would get down at Pirijpur Bus stand under Bajitpur police station. Since she did not reach in time, the informant at about 8.30 PM phoned her but it was not received by her and at about 10.30 PM the informant received a call from the cell phone of her daughter that her daughter met a bus accident and admitted at Katiadi hospital. On receiving such news his nephews Shameem, Abdullah Mamun, mannan and others went to the hospital and found her dead at the hospital's morgue. Then from there the informant came to know that one Al-Amin, son of Ohiduzzaman, of Vengurdi, Kapashia, Gazipur took the deceased at the hospital and left the place. The FIR named accused along with unknown accused persons on 06.05.2019 at about 8.30 PM raped his daughter one after another on the bus of Sarnalata Paribahan on the road of Kishoreganj to Bhairab while the bus reached near the banana garden located at Bilpar Gazaria under Bajitpur thana and strangulated her to death with her scarf and

dropped her dead body from the bus. Police of Kotiadi police station prepared the inquest report. With this allegation the ejaher was lodged which gave rise to Bajitpur Police Station Case No. 10 dated 07.05.2019 under section 9(3) of the Nari-O-Shishu Nirjatan Daman Ain, 2000.

Police took up the matter for investigation and after investigation of the case, submitted charge sheet against 9 accused including the appellant under section 9(3)/9(2) of the Nari-O-Shishu Nirjatan Daman Ain, 2000.

On 18.05.2022 charge was framed against all the 9 charge sheeted accused under section 9(3),9(2)/30 of the Nari-O-Shishu Nirjatan Daman Ain, 2000 by the Nari-O-Shishu Nirjatan Daman Tribunal No.2, Kishoreganj. In the mean time, 15 witnesses have been examined by the Tribunal and the next date was on 18.05.2023 for further examination of witnesses.

Ms. Tahrima Salma Lina, the learned advocate appearing for the accused-appellant submits that the appellant was arrested on 07.05.2019 and was produced before the court on 08.05.2019 and since then he is languishing in jail custody for more than 5 (five) years. The learned advocate then submits that the accused was placed on police remand and on torture the accused was compelled to make a confessional statement on 14.05.2019 which was neither voluntary nor true. Prosecution examined only 15 witnesses out of 45 charge

sheeted witnesses and it is uncertain when the trial would be concluded and as such the appellant is entitled to get bail.

On the other hand the learned Deputy Attorney General appearing for the state submits that the appellant made confessional statement under section 164 of the Code of Criminal Procedure wherein he admitted that he along with other accused raped and then killed the deceased. The offence is heinous and brutal in nature and deserves capital punishment hence the appeal for bail is liable to be dismissed.

We have heard the learned advocate for both the parties, perused the application along with the annexures.

The accused appellant is indicted in the case along with other accused on the allegation of killing the deceased after gang rape. In the mean time, 15 witnesses have already been examined. 3 (three) accused including the accused-appellant made confessional statement under section 164 of the Code of Criminal Procedure wherein the accused appellant stated that-

> আমার নাম মোঃ লালন মিয়া। বয়স অনুমান ৩২ বছর। আমি স্বর্ণলতা পরিবহন, ঢাকা মেট্রো ব-১৫৪২৭৪ নং বাসের একজন হেলপার। আমি গত ০৬.০৫.২০১৯ ইং তারিখ বিকাল অনুমান ০৩.৩০ টার সময় মহাখালী বাসস্ট্যান্ড, ঢাকা হতে কয়েকজন যাত্রী নিয়ে উক্ত বাসটি ছাড়ি। আমার গাড়ির ড্রাইভার মোঃ নুরুজ্জামান নুরু তখন বাসটি চালাচ্ছিলেন। মহাখালী ফ্লাইওভার এর নিচের কাউন্টার থেকে বাসে ০৪ জন যাত্রী ওঠেন। বনানী কাউন্টার থেকে বাসে কোন যাত্রী ওঠেনি। তারপর বিকাল অনুমান ০৪.১৫ টার সময় বাসটি বিমান বন্দর বাসস্ট্যান্ডে আসে এবং এখান থেকে নিহত মেয়েটিসহ মোট ০৩ জন যাত্রী বাসটিতে ওঠেন। তারপর টংগী ষ্টেশন রোড

থেকে ০৩ জন। গাজীপুর চৌরাস্তা থেকে ০৬/০৭ জন, রাজেন্দ্রপুর চৌরাস্তা থেকে ০৬/০৭ জন যাত্রী বাসটিতে ওঠেন। তারপর বাসটি কাপাসিয়া বাসষ্ট্যান্ডে আসলে এখানে কিছু সংখ্যক যাত্রী নেমে যান। বাসটি আমরাইদ বাসস্ট্যান্ডে আসার পর কিছু সংখ্যক যাত্রী এবং বীর উজুলী বাসষ্ট্যান্ডে আসার পর কিছু সংখ্যক যাত্রী নেমে যান। বীর উজুলী বাসস্ট্যান্ড থেকে বাসের ড্রাইভার নুরুজ্জামান নুরুর খালাতো ভাই বোরহান বাসটিতে ওঠেন। তারপর টোক, মঠখোলা, বটতলা হয়ে বাসটি রাত অনুমান ০৮.০০ টার কাছাকাছি সময়ে কটিয়াদী বাসস্ট্যান্ডে আসার পর মেয়েটি ব্যতিত আরো ০২ জন যাত্রী বাসটিতে ছিল। বাকী যাত্রীরা বাস থেকে নেমে যান। যখন কটিয়াদী বাসস্ট্যান্ড থেকে বাসটি ছাড়ি তখন বাসে আমি, ড্রাইভার, নুরুজ্জামান নুরু, ড্রাইভারের খালাতো ভাই বোরহান, নিহত মেয়েটি এবং ০২ জন পুরুষ যাত্রী ছিল। পুরুষ যাত্রীদের একজন কদমতুলী ও একজন উজানচর স্ট্যান্ডে নেমে যান। তখন শুধু যাত্রীদের মধ্যে মেয়েটিরই নামা বাকী ছিল। বাসটি কটিয়াদী বাসস্ট্যান্ড থেকে ছাড়ার পর থেকে আমি বাসটি চালাচ্ছিলাম। আমি মেয়েটিকে বাসের পিছনের সিট থেকে সামনের দিকের সিটে এসে বসার জন্য বলি। মেয়েটি তার সাথে থাকা জিনিসপত্র নিয়া সামনের দিকের সিটে এসে বসার পর বোরহান তার পাশে যায় ও মেয়েটির উরুতে ধাক্কা মেরে মেয়েটিকে ফেলে দেয়। মেয়েটি উক্ত ঘটনার জন্য বোরহানকে গালি দিলে বোরহান মেয়েটিকে ঝাপটে ধরে বাসের মাঝ খানের যাত্রীদের চলাচলের পথে ফেলে দেয় এবং ধর্ষনের চেষ্টা করে। মেয়েটি কান্নাকাটি করে তাকে ধর্ষন না করার জন্য বোরহানের কাছে মিনতি করে। ড্রাইভার নুরুজ্জামান নুরু তখন বাসের পিছনের দিকের সিটে বসে সিগারেট খাচ্ছিল। আমি তখন কলাবাগানের সামনে বাসটি থামিয়ে দেই। বোরহান মেয়েটির মিনতি না শুনে তার পড়নের সেলোয়ার খুলে তাকে ধর্ষন করতে শুরু করলে ড্রাইভার নুরুজ্জামান নুরু পিছন থেকে সামনে এসে মেয়েটির হাত ধরে রাখে। বোরহান প্রায় ৪/৫ মিনিট মেয়েটিকে ধর্ষন করে। তারপর ড্রাইভার নুরুজ্জামান নুরু মেয়েটিকে ৪/৫ মিনিট যাবৎ জোড়পূর্বক ধর্ষন করে। তারপর নুরু ও বোরহান আমাকে বলে মেয়েটিকে ধর্ষন করার জন্য। আমি মেয়েটিকে ধর্ষন করতে থাকলে এক পর্যায়ে মেয়েটি আমাকে লাথি মেরে ফেলে দেয়। তারপর নুরুজ্জামান নুরু বাসটি চালাতে শুরু করে। বোরহান মেয়েটির হাত ধরে তাকে বাসের মাঝখান থেকে তুলে। ড্রাইভার নুরুজ্জামান জমিটি চালানোর এক পর্যায়ে হার্ড ব্রেক করলে বোরহান মেয়েটিকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। তখন সেখানে একটি অটো রিক্সা ও ২টি মোটর সাইকেল এসে পড়ে। তখন তাদের সহায়তায় মেয়েটিকে ধরাধরি করে বাসে তুলে পিরিজপুর 'সততা' ফার্মেসীতে নিয়ে যাই। সততা ফার্মেসীর ডাক্তার মেয়েটির শরীরের রক্ত মুচে তার শারীরিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় মেয়েটিকে ভাগলপুর হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলে। আমি তখন কাউন্টার মাষ্টার বকুলকে খুঁজতে যাই। বকুলকে খুঁজে না পেয়ে এসে দেখি সেখানে মেয়েটিও নাই, বাসটিও নাই। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে, মেয়েটিকে বাসে করে কটিয়াদীতে নিয়ে গেছে। তখন আমি ড্রাইভার নুরুকে মোবাইল ফোনে কল দিলে নুরু জানায়, সুপার ভাইজার আলামিন, বোরহান ও আরেকজন মেয়েটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে। তারপর মামুন ভাই আমাকে ফোন করে বলে যে, দ্রুত বাস নিয়ে চলে যাও। পরে আমি সি.এন.জি অটো রিক্সা নিয়া বীর উজুরী চলে যাই এবং সেখানে ড্রাইভার নুরুকে পাই। নুরু আমাকে বলে যে, সবার কাছে বলবা যে মেয়েটি এক্সিডেন্ট করেছে। পরে রাত্র অনুমান ১১.০০ টার সময়

জানতে পারি মেয়েটি মারা গেছে। মেয়েটিকে ধর্ষণের সময় মেয়েটির মাথা বাসের পিছনের দিকে ও পা সামনের দিকে ছিল। বোরহান যখন মেয়েটিকে ধর্ষন করে তখন বাসের ড্রাইভার নুরুজ্জামান নুরু পিছনে ও আমি সামনে দাড়ানো অবস্থায় ছিলাম। আবার ড্রাইভার নুরুজ্জামান নুরু যখন মেয়েটিকে ধর্ষন করে তখন বোরহান পিছনে ও আমি সামনে ছিলাম।
আমি ধর্ষন করার সময় নুরু স্টিয়ারিং এ এবং বোরহান সামনে বসা ছিল। এম.ডি পাভেল ভাই বলেন, আমরা যেন বাসের সঠিক নম্বর না বলে ভুল নম্বর বলি”

From reading the above mentioned confessional statement it emerged that the accused appellant gave vivid description of how the victim girl was gang raped one after another and then how she was killed by pushing her from the running bus by the accused appellant and other co-accused. It appears to us that the confession made by the accused appellant is inculpatory in nature. It is on record that co-accused Md. Nuruzzaman Nuru also made identical confessional statement which is also inculpatory in nature. The allegation against the accused appellant appears to be heinous and brutal in nature. Falsehood or truth is to be determined by the tribunal after taking evidence. Whether the confession made by the accused appellant is voluntary and true is a matter of evidence. Prosecution already examined 15 witnesses before 22.06.2023 and the learned advocate or the DAG could not inform this Court whether any more witnesses were further examined. We find no merits in this appeal at this stage of the case. Considering the facts and circumstances we are not inclined to enlarge the accused appellant on bail.

In the result, the Appeal for bail is **dismissed.**

Every person accused of a criminal offence, how heinous and brutal it may be, has a right to a speedy and public trial. In that view, the learned judge of the tribunal is directed to conclude the trial as early as possible after examining the vital and necessary witnesses taking positive endeavour.

Communicate the judgment and order at once.

Md. Iqbal Kabir, J:

I agree.

Ziaul Karim
Bench Officer